কর্মসংস্থান বাড়াতে ‘ক্রিয়েটিভ ইকোনমি’কে সামনে আনছে বিএনপি

সংগৃহীত ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি তাদের অর্থনৈতিক রূপরেখায় নতুন ধারণা যুক্ত করতে যাচ্ছে। দলটির ইশতেহারে উঠে আসছে ‘ক্রিয়েটিভ ইকোনমি’ নামের একটি ভাবনা, যেখানে প্রচলিত বড় শিল্পের বাইরে প্রযুক্তিনির্ভর কাজ, স্টার্টআপ, ফ্রিল্যান্সিং ও নতুন উদ্যোক্তা শ্রেণিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। লক্ষ্য একটাই— অর্থনীতির নতুন দরজা খুলে কর্মসংস্থান বাড়ানো।

এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ব্যাংক খাতের ওপর চাপ কমাতে বড় উন্নয়ন প্রকল্পে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের কথা ভাবছে দলটি। একই সঙ্গে সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ তুলে দেওয়ার প্রস্তাবও রয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে অস্থিরতা ঠেকাতে ডিজিটাল নজরদারি জোরদার করার বিষয়টিও ইশতেহারে জায়গা পেতে পারে।

বিএনপির অর্থনৈতিক দর্শনের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর দলটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি থেকে সরে এসে বেসরকারি খাত উন্মুক্ত করে দেয়। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ে, আমদানি ও রপ্তানি সহজ হয়, আর জিডিপি প্রবৃদ্ধিও ধীরে ধীরে ৪ থেকে ৫ শতাংশের ঘরে পৌঁছায়। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতায় সেই গতি বারবার ব্যাহত হয়েছে।

এখন প্রায় তিন দশক পর দেশের অর্থনীতি আবার কঠিন প্রশ্নের মুখে। অর্থ পাচার থামেনি, খেলাপি ঋণ বেড়েছে, বাজারে সিন্ডিকেটের প্রভাবও স্পষ্ট। আগের সরকার এসব সামলাতে পারেনি এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের, আর বর্তমান প্রশাসনের সংস্কার উদ্যোগও কাঙ্ক্ষিত গতি আনতে পারেনি বলে সমালোচনা রয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে বিএনপি বলছে, অর্থনীতিকে আবার বাজারমুখী পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। তবে এবার কেবল বড় শিল্প নয়, সমান গুরুত্ব পাবে কর্মসংস্থান। প্রযুক্তিভিত্তিক পেশা, নতুন উদ্যোগ ও ছোট ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এসএমই খাতে পুঁজি প্রবাহ বাড়ানোর পরিকল্পনাও দলটির অগ্রাধিকারে রয়েছে।